বিজ্ঞানমনস্কতার কলকাতা ঘোষণাপত্র - ২০২৪

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের বিনম্র আবেদন

আমাদের দেশে আর রাজ্যে বিজ্ঞান আন্দোলনের যে সংগঠনগুলো আছে তাদের সামনের সারিতে থেকে আমরা বারবার সরব হয়েছি অযৌক্তিক ও বিজ্ঞান বিরোধী ধারণা ধারাবাহিক ছড়ানোর বিরোধিতায়। প্রচার চালিয়েছি জন্মলগ্ন থেকে, বিশেষ করে বিগত কয়েক মাস জুড়ে। তারপর গত ২৮ শে ফেব্রুয়ারি গ্রহণ করেছি বিজ্ঞানমনস্কতার কলকাতা ঘোষণাপত্র - ২০২৪। এই ঘোষণাপত্রে আমরা আলোচনা করেছি –

১) দেশের চলতি ঘটনা প্রবাহে বোঝা যাচ্ছে সরকার যুক্তি নির্ভর পদ্ধতি ও প্রমাণ নির্ভরতার সংস্কৃতির মাধ্যমে সত্যে পৌঁছতে চায় না। বিশ্লেষণী মনন বিকশিত হোক তা চায়না। ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার আলোয় মানবতার আধারে ঠিক ভুল নির্ণিত হোক তা চায় না। অথচ এটাই প্রামাণ্য মাপকাঠি। এই সংস্কৃতি ও দর্শন পশ্চিমের কেবল নয়, এ দেশেরও। যুক্তি-তথ্য-প্রমাণ-বিশ্লেষণ ও ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে এদেশে ছিল মানবিকতার সুন্দর সংমিশ্রণ। নতুন ঘোষণাপত্র সরকারের বিজ্ঞান মানসিকতা বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে এক সরাসরি প্রতিবাদ তুলে ধরেছে। আমাদের আবেদন, আপনিও এই প্রতিবাদে সামিল হোন।

২) এই প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ১৯৮১ এবং ২০১১ সালের ঘোষণাপত্র দুটির যথাযথ মর্যাদার কথা আমরা স্মরণ করেছি এবং সমসময়ে নতুন ঘোষণা পত্রটির প্রাসঙ্গিকতাও তুলে ধরেছি। তুলে ধরেছি সংবিধানে বলা নাগরিক কর্তব্য হিসেবে বিজ্ঞানমনস্কতা, অনসুন্ধিৎসা ও মানবতার বিকাশের কথা। কিন্তু নাগরিকের বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকা আজও অস্পষ্ট, সুনির্দেশিত নয়। আমরা রাষ্ট্রের সেই ভূমিকা চাই। গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সরাসরি অংশগ্রহণে দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি তৈরি হোক, আর তা স্বনির্ভরতা গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা রাখুক, এমনটাও চাই। তার পরিবর্তে দেখছি, তা দেশী বিদেশী ব্যবসায়ীদের স্বার্থবাহী হয়ে উঠছে। গবেষণা ও উন্নয়নে দেশের সামগ্রিক খরচের এক শতাংশও ব্যয় করা হয় না। গবেষক সংখ্যা চরমভাবে কমিয়ে ফেলা হয়েছে। উন্নয়নগত ক্রমতালিকায় আমাদের দেশের জায়গা নেমেই চলেছে। বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিকল্পনাকালে সেগুলির উপর নির্ভরতার পরিবর্তে শাস্ত্রকথা ও পৌরাণিক গল্পকে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। এর বিরোধী যারা তারাই দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত হচ্ছেন। নানা সময়ে, বিশেষত কোভিডকালে এমন অপবিজ্ঞানের ব্যাপকতম প্রয়োগ প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেখা গেছে।

৩) চলে আসা প্রথার দোহাই, সাম্প্রদায়িকতার প্রসার, বহুত্ববাদী সংস্কৃতির বদলে একবগ্গা চলতে চাওয়ার স্পৃহা, ধর্মগুরুদের রমরমাতে উৎসাহ যোগানো এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে সরাসরি রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ ঘটছে আজ। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা ও রামের প্রাণ (!) প্রতিষ্ঠার কাজে সরাসরি দেশের প্রধানমন্ত্রী অংশ নিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দীঘায় জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছেন। ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণকারীদের সরকারি ভাতা দেওয়া হচ্ছে। আধ্যাত্মিকতাকে আশ্রয় করে এভাবে কৌশলে পরলোকের ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে অপবৈজ্ঞানিক শক্তিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আমরা চাই, নাগরিকের ধর্মপালন সংক্রান্ত যে কোন বিষয় থেকে রাষ্ট্র দূরে থাকুক। রাষ্ট্রের মদত থাকায় ধর্মীয় বিদ্বেষ যেমন বাড়ছে তেমনি এর সঙ্গে দলিত, আদিবাসী, নিম্নবর্গীয় অংশ এবং নারীরাও বিদ্বেষ আর নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। আমরা চাই, একাজ বন্ধ হোক।

৪) চরমতম আক্রমণ নেমে এসেছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ইউরোপের ভূমিকাকে সরাসরি অস্বীকার করে ভারত 'বিশ্বগুরু' এবং 'সবই বেদে আছে' এমন ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে পরিকল্পনা করেই। পাঠ্যপুস্তকে আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ইতিহাস অর্থনীতি ও পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক অধ্যায়গুলো বাদ দেওয়া বা খাটো করায় তা আগামীতে এক পঙ্গু প্রজন্মের জন্ম দেবে। এই প্রজন্ম দেশের পরবর্তী উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভূমিকা রাখতে পারবে না। দেশের অতীত ঐতিহ্যের নামে বৈদিক সংস্কৃতি, জ্যোতিষ, হিন্দুত্ব ইত্যাদি পাঠ্য করে এক সমন্বয়ী, বহুত্ববাদী, ধর্মনিরপেক্ষ দেশে বৈষম্যমলূক, কর্তৃত্বকামী, সংখ্যাগুরুর ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষনাময় সমাজ জোর করে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ

নেওয়া হচ্ছে। আমরা এর অবসান চাই এবং বিজ্ঞানমনস্কতার সর্বাঙ্গীন প্রসার চাই। চাই অক্ষত ও সমুন্নত থাকুক দেশের নাগরিকদের সাংবিধানিক মূল্যবোধ।

দেশ আজও শিক্ষায় বহু পিছিয়ে। পৃথিবীর সর্বাধিক নিরক্ষর মানুষ এখানে অথচ নতুন শিক্ষানীতিতে সকলের জন্য বিনা বেতনে সরকারি স্কুলে শিক্ষার সুযোগ নেই। এই সুযোগ নাগরিকদের পাওয়া উচিত। বদলে শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত করা হচ্ছে। বেসরকারি হাতে শিক্ষাকে তুলে দেওয়া হচ্ছে। বন্ধ বা সংযুক্ত হচ্ছে অসংখ্য স্কুল। নতুন শিক্ষানীতিতে সিলেবাসে কৌশলে উগ্র জাত্যাভিমান, সাম্প্রদায়িক উপাদান ভরে দেওয়া হচ্ছে। আমরা চাই মুক্ত মন ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার শিক্ষা। উদার ও আধুনিক মননের শিক্ষা। উন্নত বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও গবেষণার বাতাবরণ।

৫) সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রতিদিন সংকুচিত হচ্ছে। প্রসারিত হচ্ছে বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা। সরকারও বীমা দিয়ে নাগরিকদের বেসসরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রে যেতে বাধ্য করছে। রাজনৈতিক দলকে কোটি কোটি টাকা অনুদান দিয়ে ওষুধ কোম্পানিগুলো দিন দিন ওষুধের দাম বাড়িয়ে অত্যাবশ্যক ওষুধকে দুর্মূল্যের করে তুলেছে। কোভিডের সময় দেখা গেছে নাগরিকদের প্রয়োজনে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাই একমাত্র সহায় হয়ে ওঠে। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা চাই, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরো প্রসারিত ও কার্যকরী করা হোক। চাই স্বাস্থ্য সচেনতার ব্যাপক প্রসার – বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ব্যতিরেকে যা অসম্ভব।

৬) প্রতি বছর গরম কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তা গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় স্পষ্ট। জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে গরম বাড়ার কারণে – এটাই বৈজ্ঞানিক সত্য। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকারক প্রভাব সর্বব্যাপী, প্রয়োজন রাষ্ট্রের যথাযথ উদ্যোগ। কিন্তু বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তাকে উপেক্ষা করে জল জমি বাতাস বন নদী জীববৈচিত্র্য সহ পরিবেশের সব উপাদানগুলোকে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে সাময়িক ব্যবসায়িক লাভের মোহে। সরকারগুলি পরিবেশ আইন শিথিল করে এবং জমির চরিত্র বদল করে সেই সুবিধা করে দিচ্ছে ব্যবসায়ীদের। আজ রুখে না দাঁড়ালে কাল আর সময় পাওয়া যাবে না।

৭) দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে তার স্বনির্ভরতা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে নাগরিকদের খাদ্যে সুরক্ষা জোগাতে হবে, দেশকে গবেষণা ও উন্নয়নে সামনে এগিয়ে আসতে হবে। বিজ্ঞানমনস্কতার ব্যাপকতম প্রসার ঘটলেই মানুষের অনুসন্ধিৎসার বিকাশ হবে। তখনই কেবল হাজার হাজার নতুন আবিষ্কার সম্ভব হয়ে উঠবে। তাই দেশের স্বনির্ভরতার জন্য চাই বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার।

এর সাথে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি সামজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ সম্পর্কিত ন্যায়ের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করবো; শিক্ষা, প্রগতি ও গবেষণার মাধ্যমে সামগ্রিক ভারতীয় জনগণের মর্যাদাপূর্ণ জীবিকার জন্য কাজ করবো। প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ বিকাশে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাকে শক্তিশালী করবো যাতে সেগুলি বাস্তবধর্মী আর্থ-সামাজিক নীতির মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

কোন বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীলতা নয়, অভিজ্ঞতার নিরিখে বিজ্ঞান নির্ভর বিশ্লেষণই সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। আসুন, আজ শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিবেশ খাদ্যসুরক্ষা স্বনির্ভরতা ও বিজ্ঞানমনস্কতাকে রক্ষা করি। দেশের বহুত্ববাদিতা ধর্মনিরপেক্ষতা একাত্মতাবোধ ও সমন্বয়ী ভাবনার প্রসার ঘটাই। স্বাধীনতা আন্দোলনের মঞ্চ জাত ধর্ম বর্ণের বিভেদ মুছে এই সমন্বয়ী সংস্কৃতিকে আরও বলিষ্ঠ করেছে। বৈষম্য মুছে বিবিধের মাঝে মিলনের এই ভারতীয় সংস্কৃতির পক্ষে আসুন, সকলে একত্রিত হই।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, প্রদীপ মহাপাত্র কর্তৃক প্রচারিত।